সংবাদ

তারিখ 14 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

22 Report

অনুমতি মেলেনি : পিছিয়ে গেল ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

কাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হচ্ছে না। প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় আটকে গেছে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। এতে সাংবিধানিক জটিলতায় পড়তে যাচ্ছে শিক্ষক সমিতি। সাধারণ শিক্ষকদের অভিযোগ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং সাদা দলের শিক্ষকদের গড়িমসির কারণে যথাসময়ে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নির্বাচনের নামে টালবাহানা করেছেন তারা। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সাধারণ শিক্ষকরা।

সাধারণ শিক্ষকরা জানিয়েছেন, নির্বাচন ইস্যুতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগপন্থি নীল দল এবং বিএনপি ও জামায়াতপন্থি সাদা দল। প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নির্বাচনের পক্ষে হঠাৎ অবস্থান নেয় সাদা দলের শিক্ষকরা। অন্যদিকে

নির্বাচন : কপৃঃ ২ কঃ ৭

নির্বাচন : সমিতির

অনিবন্ধিত সংগঠন হওয়ায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রশাসনের অনুমতির প্রয়োজন নেই বলে এর বিরোধিতা করেন নীল দলের শিক্ষকরা। পরে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাদা দলের শিক্ষকরা প্রশাসনের অনুমতির পক্ষে রায় নেন। অনেক শিক্ষকের অভিযোগ প্রশাসনের অনুমতির বিষয়টি কার্যকরী পরিষদের হলেও তা চাপানো হয় নির্বাচন পরিচালকের ওপর। এতেই বোঝা যায় নির্বাচন নিয়ে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের দ্বিধা রয়েছে।

গত বুধবার প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক বদরুদ্দোজা। অনুমতি না পাওয়ায় গত শনিবার তিনি ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন সম্ভব নয় বলে শিক্ষক সমিতিকে জানিয়ে দেন।

নির্ধারিত ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন না হওয়ায় সাংবিধানিক জটিলতায় পড়তে যাচ্ছে শিক্ষক সমিতি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ নির্বাচন হওয়ার কথা; কিন্তু এ বছর নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে সংগঠনের এক সাধারণ সভায় বর্তমান কমিটির মেয়াদ ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়; কিন্তু আগামীকাল থেকে এই কমিটির মেয়াদও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে গঠনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি হবে বলে সাধারণ শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষকদের ১৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না বলে চিঠি পাঠিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ড. মনসুর আহমেদ।